ট্রেনে

ট্রেনে এক বৃদ্ধ চলিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও লোকটি যে এককালে সৌখীন ছিলেন তাহা বেশ বোঝা যায়। মাথার চুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের মোজাটা পর্যন্ত তাঁহার বিগত-যৌবনের রুচির পরিচয় দিতেছে। হাতে একটি মোটা বর্মা চুরুট। খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি।

তিনি কামরাটিতে এতক্ষণ একাই ছিলেন। কিউল স্টেশনে ট্রেন থামিতে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া সেই কামরায় উঠিল।

যুবকটির ঘাড়ের চুল চাঁচা—চোখে সস্তা দামের খেলো নীল চশমা—গোঁফ ছাঁটা—বুক-খোলা জামার নীচে একটা অর্ধছিন্ন মাফ্‌লার—মাফ্‌লারের ছিদ্র দিয়া একটি ময়লা গেঞ্জি উঁকি দিতেছে। যুবকটির মুখে বিড়ি; বগলে একটি মাসিক পত্র। আসিয়াই বেঞ্চি বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—"কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাজাও বনে—"। তারপর বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বিড়িটা ধরাইতে ধরাইতে একমুখ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার কতদূর যাওয়া হবে স্যর—"

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংযতকণ্ঠে তথাপি উত্তর দিলেন—"দানাপুর যাব। আপনি?"

"তবে ত বেশ ভালই হল—আমিও দানাপুরেই যাব। তাহলে আমার স্যর এই পুঁটুলি আর বইটা রইল। আমি চট্ করে এক কাপ চা খেয়ে আসি। আর বিড়িও এক বাণ্ডিল আনি।"

অল্পক্ষণ পরেই যুবক ফিরিয়া আসিল। মুখে বিড়ি। কিছুক্ষণ কোন কথাবার্তা নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাতের খবরের কাগজটা নামাইতেই যুবকটি হাত বাড়াইল—"কাগজটা একবার পেতে পারি স্যর—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিন্ না!"

একটু পরেই যুবকটি বলিয়া উঠিল—"ইস্—একটি ছোক্‌রা আত্মহত্যা করেছে দেখছি আজ—"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সশব্দে ঝাল ঝাড়িয়া দিলেন—"আজকালকার এই গোঁফ-ছাঁটা ছোঁড়াগুলোকে দেখলে রাগ ধরে।"

যুবকটি কিছুমাত্র না চটিয়া পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আপনাদের ছোক্‌রা কালে কি আপনারা প্রেম করেন নি? সব যুধিষ্ঠির ছিলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির হয়ত ছিলাম না। কিন্তু বেয়াদপ ছিলাম না। বুড়ো লোকের সম্মান রেখে কথা কইতাম।"

ছোকরা দমিবার নহে। আবার হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনারাও প্রেম করতেন তাহলে—"

বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ? দেখি একবার—"

"হাঁ হাঁ স্যর দেখুন। ওতে বেশ একটা ভাল গল্প আছে, পড়ে দেখুন। 'মগডালে' পড়ে দেখুন—!"

বৃদ্ধ মাসিকটির আদ্যোপান্ত উল্টাইয়া "মগডালে" পড়িতে সুরু করিলেন। লেখকের নাম নাই। বৃদ্ধ পড়িতে পড়িতে বর্মাতে দুটো টান-দিয়া বুঝিলেন—ধরাইতে হইবে। দেশলাইটা কোথা গেল? এ পকেট সে পকেট খুঁজিতেছেন এমন সময় যুবকটি চট করিয়া নিজের দেশলাইটা হইতে ফস্ করিয়া একটা কাঠি জ্বালাইয়া বলিল—

"এই যে আসুন স্যর—"

"Thanks"

"কেমন লাগছে স্যর গল্পটা—?"

"একেবারে ট্রাশ মনে হচ্ছে যেন; শেষ হলে বাঁচি।"

"শেষের দিকটা দেখবেন—রস আছে।"

"দেখা যাক্—"

"বাগানের দৃশ্যটা কেমন লাগল?"

"বেশ অদ্ভুত। তবে কোন জিনিসই শেষ পর্যন্ত না পড়ে কিছু বলা যায় না—"

যুবক কিছু না বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইয়া গান ধরিল—

ফুল বাগানে ঝুলবি যদি আয়
এই ভরা জ্যোছনায়—

বৃদ্ধ পড়িয়া চলিয়াছেন—। বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে।

গল্প শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন—"একেবারে বাজে—" যুবক বলিয়া উঠিল—"কেন শেষ কালটায়—যেখানে মণিমালা কদম গাছের মগডালে উঠে বসে আছে। আর নায়ক ভুলে মনে করছে যে সে তালপুকুরে ডুবে গেছে—আর সেই ভেবে ক্রমাগত ডুব-সাঁতার দিয়ে খুঁজছে। সেখানটা ভাল লাগল না আপনার?"

"রাবিশ—! আজকাল ছেলেরা বোধ হয় সত্যিকার মেয়েমানুষের সন্ধান পায় না—"

"তার মানে?"

"তা না হলে ওই রকম গল্প লেখে কেউ! এই সত্যি কথাটা কেউ বুঝছে যে যাকে স্বর্গের দেবী বলে বলে সবাই অস্থির হচ্ছে—she can be easily bought।"

"সেটা কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব—"

"প্রায় ক্ষেত্রেই—অন্ততঃ আমার ত তাই ধারণা।"

"কি রকম বলুন না—"

"এই ধর একটা concrete example। আমারই ছেলেবেলায় প্রায় বছর কুড়ি আগে 'সৈরভি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল—তার গর্ভে একটা ছেলেও হল! ছেলেটা যখন মাস দুয়েকের, তখন ব্যাস্, সৈরভি একদিন উধাও। শুনলাম রামেশ্বরপুরের এক জমিদার তার প্রেমে পড়েছেন! আমি আর ও নিয়ে বিশেষ কোন মাথাই ঘামালাম না। I had another—Girls were so cheap in those days" যুবক মুখ হইতে বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তাহার পর যুবক বিনীত স্বরে বলিল—"আমায় মাপ করবেন। না জেনে হয়ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি।"

"তার মানে—"

"তার মানে সৈরভি আমারই মা—তিনি এখনও রামেশ্বরপুর জমিদার বাড়ীতে চাকরাণী আছেন। আপনি, আমার বাবা—"

এই বলিয়া সে প্রণত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল।

তাহার পর হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা আপনার নাম কি হারাধন বসাক?"

"আমার নাম রমেশ সেন—"

"ও, যাক্। তবে আপনি নন্। মায়ের মুখে শুনেছি আমার বাবার নাম হারাধন বসাক। তাহলে আপনার একটা চুরুট দিন স্যর। আমার বিড়ি গেছে ফুরিয়ে—বাঁচালেন আপনি।"

বলিয়া ছোকরা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।